দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শারীরিক শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মুহাঃ খায়রুল ইসলাম খান

বাংলাদেশে বর্তমানে শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংখ্যা দু'টি। এর মধ্যে স্বাধীনতার আগে থেকেই রয়েছে একটি ঢাকায় এবং স্বাধীনতার পর রাজশাহীতে অপরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার আরো দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের অনুমোদন দিয়েছেন। এ দু'টির মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত হবে চট্টগ্রামে এবং অপরটি খুলনায়। এ ধরনের মহতী পদক্ষেপের জন্য সরকার সাধুবাদ পাওয়ার দাবিদার। কারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে এটি সরকারের সময়োচিত দৃষ্টিভঙ্গীরই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু কলেজগুলোতে কি পড়ানো হয়, কারা পড়াশুনো করে, এরা পাস করে দেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং এখানে শিক্ষকতা করেন কারা— এই প্রশ্নগুলোর মূল্যায়ন আজ জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ খেলাধুলার উন্নয়নে সরকার বহু অর্থ ব্যয় করছেন। মীরপুরে নির্মিত হয়েছে একটি বৃহৎ স্টেডিয়াম, আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাফ গেমস উপলক্ষে নির্মিত হচ্ছে অত্যাধুনিক ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল। সাভারে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি এবং বিভিন্ন জেলায় স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি। দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়ন এবং দিকনির্দেশনার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। স্বভাবতই দেশবাসী আশা করছে অচিরেই বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হবে। আর চট্টগ্রাম ও খুলনায় নতুন করে আরো দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনেও উদ্দেশ্য একটি। খেলাধুলার মানোন্নয়ন।

কিন্তু প্রশ্ন এখানে নয়। বস্তুত খেলাধুলার মান উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি রয়েছে অন্যত্র। খেলাধুলা আজ নিছক খেলাধুলাই নয়, একটি অত্যাধুনিক শিল্প। শৈল্পিকগুণ এবং নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ও মেধার উৎকর্ষতার সাথে শারীরিক শিক্ষার সমন্বয়ে খেলাধুলা আজ দিগন্ত বিস্তৃত ও সার্বজনীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সেক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা কলেজ এ দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে সমর্থ হচ্ছে, তারই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা কলেজ দু'টিতে এইচএসসি পাস করা ছাত্ররা ক্রীড়াবিদদের 'জুনিয়র ডিপ্লোমা ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন' (জেডিপি) এবং স্নাতক পাস করা ছাত্র বা ক্রীড়াবিদদের 'ব্যাচেলর ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন' (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। উভয় কোর্সের মেয়াদ দশ মাস। এই কোর্সে পড়াশুনাশেষে যারা পাস করেন তারা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত চাকরি করার সুযোগ লাভ করছেন। এইসব পাস করা ক্রীড়াবিদ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন জেলায় কাজ করছেন। এরা নিজ নিজ যোগ্যতা ও পেশাগত মর্যাদা অনুযায়ী ক্রীড়ার উন্নয়নে কাজ করছেন আশা করা যায়। কিন্তু এদের শিক্ষার স্তর কোন্ পর্যায়ের এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে এরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে পারছেন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে ১০ মাসের ডিগ্রী নিয়ে যারা খেলাধুলার চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা কোন বিশেষ খেলার ওপর বিশেষজ্ঞ নন। তারা সাধারণত সব ধরনের খেলাধুলা পরিচালনা, খেলাধুলার আইন-কানুন ও সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে অন্তত কোর্সটির সিলেবাসে এ কথা প্রমাণ করে। কাজেই খেলাধুলার ক্ষেত্রে এদের উচ্চতর ডিগ্রী এবং বিশেষত্ব না থাকায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে ইতিবাচক কিছু আশা করা যায় না। খেলাধুলার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভ এবং গবেষণার কোন সুযোগ এরা পায় না। সুতরাং এদের কাছ থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করাও অনুচিত।

এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, উচ্চতর লেখাপড়া ও গবেষণা ছাড়া কোন কিছুতেই উন্নতি করা সম্ভব নয়। একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলো আজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সেসব দেশে ক্রীড়ার উন্নতির জন্য তারা বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করে উচ্চতর কোর্স ও গবেষণার মাধ্যমে এমপিই, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু গবেষণা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ও কলাকৌশল দিয়ে তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। কারণ ক্রীড়া আজ পুরোপুরি বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। কিনসিওলজি, বায়োমেকানিক্স, সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপলস অব কোচিং, স্পোর্টস মেডিসিন, এনাটমি ও ফিজিওলজি, স্পোর্টস সাইকোলজি, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এন্ড সুপারভিশন, কিনানথ্রোপমেট্রিক— এসব কিছুই আজ খেলাধুলার মান বৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যক। এগুলোর অধিকাংশই (৯০%) আমাদের শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলোতে পড়ানো হয় না। কাজেই আমাদের উচিত জরুরী ভিত্তিতে শারীরিক শিক্ষা কলেজের সনাতন সিলেবাসের পরিবর্তন করা এবং এই কলেজগুলোতে বিপিএড ডিগ্রীর পর আরো এক বছরের এমপিএড (মাষ্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) কোর্সের প্রবর্তন করা। এতে করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এ কোর্সে পড়ার জন্য যেমন উৎসাহিত হবে এবং তেমনি তাদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক ফল লাভও সম্ভব হবে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বেশকিছু কলেজে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিপিই, এমপিই, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী করার ব্যবস্থা আছে। এখানে ক্রীড়ায় পারদর্শী ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে গবেষণা করছে, তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে ক্রীড়াকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করতে সক্ষম হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলোতেও ঐ ধরনের উচ্চতর কোর্স প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং সাথে সাথে গবেষণার মাধ্যমে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভেরও সুযোগ থাকা উচিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কর্ণাটক প্রদেশের বাঙ্গালোর ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোর্স রয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা আজ কোন একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রীড়ায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

দেশে বর্তমানে যে দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ তৈরি করা হচ্ছে সেগুলোতে যাতে উচ্চতর কোর্স প্রবর্তন করা হয়, প্রয়োজনীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকে তার জন্য এখনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যাতে সুনাম অর্জন করতে পারে, আগামী প্রজন্ম যাতে তাদের মেধা ও মননশীলতার মাধ্যমে খেলাধুলাকে সঠিক আসনে বসাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

প্রসঙ্গত আলোচনা করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের উচ্চতর কোর্স প্রবর্তিত হলে এগুলো পড়াবেন কারা? এ জন্য কলেজের কিছু কিছু শিক্ষককে এখন থেকেই উচ্চতর ডিগ্রী আনার জন্য বাইরে পাঠাবার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের যে পাঁচজন ব্যক্তি এ পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ১ জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২ জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অপরজন রাজশাহী শারীরিক শিক্ষা কলেজে কর্মরত। এই

পৃঃ ১১ কঃ ৮

শারীরিক শিক্ষা

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

কোর্স পড়ানোর বিষয়ে প্রথম দিকে এদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার আধুনিক উপকরণ এবং শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক। শারীরিক শিক্ষা কলেজ দু'টিতে একদিকে যেমন আধুনিক উপকরণের অভাব অন্যদিকে উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। এর একমাত্র কারণ, দেশের অন্যান্য সরকারী কলেজগুলোর মত এই কলেজগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। এখানে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের পদমর্যাদা অন্যান্য কলেজের শিক্ষকদের সমান নয়। পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল উভয় ক্ষেত্রেই এই শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার। অন্যান্য কলেজে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে উন্নীত হবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই কলেজগুলোতে এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। সঙ্গত কারণেই কোন ভাল শিক্ষক কলেজগুলোতে থাকতে চান না। সুযোগ পেলেই তারা অন্যত্র চাকরিতে চলে যান। এভাবে কলেজগুলোকে যদি সঠিক মর্যাদা দান করা না হয় তবে এখান থেকে ভাল শিক্ষাও আশা করা যায় না।

মোদ্দা কথা, ক্রীড়ার উন্নতির জন্য সরকারের বর্তমান গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলোতে উচ্চতর কোর্সের প্রবর্তন ও কলেজগুলোকে দেশের অন্যান্য সরকারী কলেজের মতো মর্যাদা প্রদান করলে খেলাধুলার ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে বলে আশা করা যায়।

(লেখক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক)।